মূল শব্দাবলীঃ
ইশরাক মিরাজ
ইবাদত
শক্তিমত্তা
সান্ত্বনা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

24 January 2025 / 24 Rajab 1446H

ইসরাক মেরাজ থেকে শিক্ষা

الحَمْدُ للهِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَاهُ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَمُصْطَفَاهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ ونَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

মহান আলাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক তাঁর প্রতি তাকওয়া আরো দৃঢ় করুন। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলুন এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিহার করে চলুন। আপনার ধৈর্য এবং ইবাদতের মধ্যে দিয়ে একজন বিশ্বাসী হিসাবে আপনার শক্তিমত্তা অর্জন করুন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন ইহকালে এবং পরকালে আমাদের প্রকৃত সম্মান প্রদান করেন।

সম্মানিত সুধী,

আপনারা কি জানেন সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রাঃ) কোন ঘটনার পর আল সিদ্দীক খেতাবে ভূষিত হন? আলেমদের মতে, যে মূল ঘটনা তাঁকে আল সিদ্দীক বা সত্যগ্রাহক বা চিরবিশ্বাসী খেতাবে ভূষিত করে তা ইসরাক বা মেরাজের ঘটনা। কিন্তু কেন?

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের নবী করিম (সঃ) এর মসজিদ হারাম থেকে মসজিদ আল আকসা পর্যন্ত এবং তারপর সাত স্বর্গ পেরিয়ে রাত্রিকালীন যে অলৌকিক যাত্রা করেছিলেন, তা কেবল একটি রাতের ঘটনা ছিল যা সব মানুষের যুক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে দেখানো সহজ ছিল না। এমনকি মানুষ তখন সেই ঘটনার সত্যতা বিশ্বাস না করে ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাজ্য করেছিল।

যাইহোক, একমুহূর্ত দ্বিধা না করে সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রাঃ) এই অলৌকিক ঘটনার সত্যতার প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা প্রকাশ করে নবী করিম (সাঃ) এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস নিশ্চিত করেছিলেন।

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ
لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١

অর্থঃ ***পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।***

সম্মানিত সুধী,

এই ইস্রাক ও মেরাজ হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অসীম ক্ষমতার এবং তাঁর প্রেরিত দূত মুহম্মদ (সঃ) এর অলৌকিক ক্ষমতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ থেকে আমরা আরো যা দেখি তা হলো,

আমাদের নবীজী মুহম্মদ (সঃ) এর প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা ও ভালবাসার চিত্র। এই ঘটনাটি ঘটেছিল এমন একটি সময়ে যখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবন ছিল সমস্যাসংকুল। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুজন মানুষকে তিনি হারিয়েছিলেন সেই সময়ে- একজন তাঁর স্ত্রী সাইয়্যেদিতিনা খাদীজা (রাঃ) অন্যজন তাঁর চাচা আবু তালিব এই দুইজন মানুষ ছিলেন নবীজীর জীবনের সমর্থনের অন্যতম অবলম্বন।

চাচা আবু তালিবের সুরক্ষা ছাড়া কুরাইশদের হুমকি থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন না। এবং খাদীজা (রা)এর ভাবাবেগপূর্ণ সহায়তা ছাড়া মক্কায় পরিচালিত তাঁর লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হতো। তায়েফের জনগনকে ইসলামের পথে আনার প্রচেষ্টাটিও কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

যখন চারপাশে আশার প্রায় সকল দরজাই বন্ধ হবার উপক্রম, তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবীজী মুহম্মাদ (সঃ) কে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে তাঁর স্থান উন্নীত করেছিলেন এই ইসরাক ও মেরাজের মধ্য দিয়ে। মক্কা থেকে রাসুল্ললাহ (সঃ)কে নবী করিম (সঃ) এর জমায়েত বা মিলনস্থান মসজিদ আল আকসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপর তাঁকে নিয়ে সাত স্বর্গ পার করে মহান আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল এই মেরাজে তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার জন্য। এই সময়েই নবী করিম (সঃ)এর উম্মতদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ প্রদান করা হয়।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আমরা এই ইস্রাক ও মেরাজ থেকে অসংখ্য শিক্ষালাভ করে থাকি। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধৈর্য ধারণ করা ও যে কোন কঠিন অবস্থার সঙ্গে যে সহজতা বা প্রজ্ঞা আসার নিশ্চয়তা থাকে যা আমরা সব সময় হয়তো বুঝতে পারি না।

আজকের খুতবা ইসরাক ও মেরাজের শিক্ষাগুলির মধ্যে যে শিক্ষাটির ওপর জোর দেয় তা হলো একজন মুসলমানের জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব।

সম্মানিত সুধী,

ইসরা ও মেরাজ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ একমাত্র ইবাদত যাকে উচ্চতম জান্নাত থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের নবী করিম (সঃ) এর উম্মতগণের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলার অপার করুণা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই নামাজ প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত করার আদেশ আসে তবে পরবর্তীতে তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কমে আসে যদিও এর জন্য প্রদেয় পুরষ্কারের পরিমাণ একই থাকবে। (এই ৫ ওয়াক্ত পড়ে মনে হবে ৫০ রাকায়াত নামাজই পড়া হবে)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে মুহম্মদ (সঃ)এর নিকট এই উপহারটি এসেছিল নবীজী (সঃ) এর অত্যন্ত কঠিন এক সময়ে। এটা এটাই প্রমাণ করে যে জীবনের সহজ এবং কঠিন উভয় সময়েই ইবাদত হলো আমাদের শক্তি ও সান্ত্বনা পাবার একটি বড় উৎস।

প্রিয় ভাইয়েরা,

যদিও আমাদের জীবনে ইসরাক বা মেরাজের অলৌকিক ভ্রমণের মত কোন ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটে নি কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের আমন্ত্রণ পাঠান প্রতিদিনের নামাজের মাধ্যমে। প্রতিটি নামাজে তাঁর নিকটস্থ হওয়ার এক বড় সুযোগ আমাদের জন্য, তাঁর সাহায্য পাবার জন্য, আমাদের জীবনের গভীর ভাবনা ও দুশ্চিন্তাগুলি তাঁর নিকট তুলে ধরার জন্য।

যদি ইসরাক ও মেরাজের মাধ্যমে আমাদের নবী করিম (সঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে সংলাপের নিমন্ত্রণ পান তবে আমরা মুসলমানেরা, আমাদের ইবাদতের সময়ে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকটবর্তী হই। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "আমাদের সৃষ্টিকর্তার একজন বান্দা তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী হন তখন যখন তিনি সিজদায় থাকেন, তাই আরো বেশী করে ইবাদত করুন। " (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত সুধী,

আজ আমরা যখন ইস্রাক ও মেরাজকে স্মরণ করছি, তাহলে আমরা দেখি আমাদের নিজেদেরকে একবারঃ আমরা প্রতিদিন যে নামাজ পড়ি তা কি মুসলমান হিসাবে আমাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে বা আমাদের চরিত্রকে আরো লালিত করে তুলতে পেরেছি? নাকি আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন আমাদের মনোযোগ ও একাগ্রতার আরো উন্নতি করার সুযোগ আছে কিনা। আসুন, আমরা এই সুযোগে মুসলমান হিসাবে আমাদের এই নামাজের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রশংসা করি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের একজন করেন যারা নামাজের মধ্যে শক্তিমত্তা ও সান্ত্বনা খুঁজে পান, এবং তাদের একজন যাঁরা এই ইবাদত নিয়মিত পড়ে থাকেন যে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং এই পাঠের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে প্রকৃত সম্মানের অধিকারী করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُورِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُوْرَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُوْرَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى

أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ البِلَادِ عَامَّةً آمِناً مُطْمَئِناً سَخَاءً رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.